পাঁচ মিনিটের পড়া

সাপ্তাহিক ই-বুলেটিন

রবিবার, জুন ১১, ২০২৩

প্রকাশনায়ঃ প্রবাস-ই-প্রকাশনী, কানাডা

প্রকৃতি থেকে শিক্ষা

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ؕ اِنَّ الَّذِىْۤ اَحْيَاهَا لَمُحْىِ الْمَوْتٰى ؕ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

“আর এটিও আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি যে তোমরা দেখতে পাও ভূমি শুষ্ক শস্যহীন পড়ে আছে। অতঃপর আমি যেই মাত্র সেখানে পানি বর্ষণ করি অকস্মাৎ তা অঙ্কুরোদগমে সুসজ্জিত হয়ে ওঠে। যে আল্লাহ এই মৃত ভূমিকে জীবন্ত করে তোলেন, নিশ্চিতভাবেই তিনি মৃতদেরকেও জীবন দান করবেন। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু করতে সক্ষম।“

আস সাজদাহ: আয়াত ৩৯ সূরা হা-মীম

নবী (সাঃ) এর জীবনের প্রথম বছরগুলিতে তিনি প্রকৃতির সাথে একটি সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন যা তাঁর সারা জীবনের মিশনের সাথে জড়িয়ে ছিল। এই মহাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য এমন সব নিদর্শন যা স্রষ্টার উপস্থিতি স্মরণ করিয়ে দেয়। আর বিস্তিত মরুভূমি অন্য যে কোনও কিছুর চেয়ে বেশি মানুষের মনকে পর্যবেক্ষণ, ধ্যান এবং অর্থবহুল দীক্ষার জন্য উন্মুক্ত করে। তাই কুরআনের অনেক আয়াতে রয়েছে অসংখ্য সৃষ্টির বিস্ময় এবং এর শিক্ষার উল্লেখ। তাই মরুভূমি দৃশ্যত জীবনহীন কিন্তু তা বারবার চেতনায় প্রানচঞ্চলতা ফিরে নিয়ে আসে।

শৈশবকাল থেকেই প্রকৃতির সাথে এই সম্পর্ক নবীজীর জীবনে এতটাই বিদ্যমান ছিল যে, কেউ সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে প্রকৃতির কাছাকাছি বসবাস করা, তাকে পর্যবেক্ষণ করা, বোঝা এবং সম্মান করা গভীর বিশ্বাসের অপরিহার্যতা।

প্রকৃতি হল প্রাথমিক পথপ্রদর্শক এবং বিশ্বাসের অন্তরঙ্গ সঙ্গী। এইভাবে, আল্লাহ্ তার নবীকে, তার শৈশবকাল থেকে, সৃষ্টির প্রাকৃতিক পাঠের কাছে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, প্রকৃতিকে একটি স্কুল হিসাবে কল্পনা করা যায় যেখানে মন ধীরে ধীরে জীবনের উদ্দেশ্য এবং অর্থ বুঝতে পারে। আত্মাহীন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা থেকে অনেক দূরে, এই ধরণের শিক্ষা, প্রকৃতির সাথে ঘনিষ্ঠতার মধ্যে এবং চিন্তা ও গভীরতার উপর ভিত্তি করে আল্লাহ্র সাথে এমন এক আধ্যাত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলে যা পরবর্তীতে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অর্থ, রূপ এবং উদ্দেশ্য বুঝতে সহায়ক হয়।

আজ আমাদের শহরগুলি প্রকৃতি থেকে এমন বিচ্ছিন্ন যে আমরা আজকাল প্রকৃতির এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এতটাই ভুলে গেছি যে বিপজ্জনকভাবে মনে করি যে শুধুমাত্র এবাদতগুলোর কৌশল এবং বাহ্যিক রূপগুলিই (নামাজ, রোযা, হজ্ব ইত্যাদি) তাদের অর্থ এবং উদ্দেশ্য উপলব্ধি এবং বোঝার জন্য যথেষ্ট। এই বিভ্রান্তির গুরুতর পরিণতি রয়েছে কারণ এটি এবাদতগুলোর আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে নষ্ট করে দেয়, যা আসলে সকল এবাদতের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত ছিল।

সুত্রঃ "In The Footsteps of The Prophet" - Tariq Ramadan, pp. 12-14 / ভাবানুবাদঃ মাসুদ আলী

Probash-e-Publication / Sundorjibon.net
সার্বিক সম্পাদনায়- মাসুদ আলী

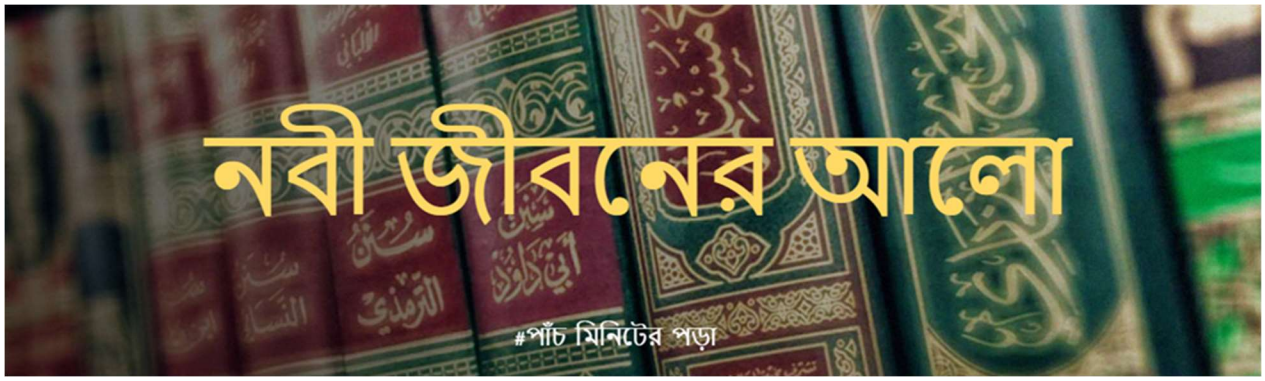

পাপ মুছে ফেল!

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হজ্ব করে এবং কোন অশ্লীল কাজ বা মন্দ কাজ করে না সে সেই দিনের মত ফিরে আসে যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিলেন।" *[বুখারী, মুসলিম]*

"যে ব্যক্তি আরাফার দিনে রোজা রাখবে, আমি আশা করি আল্লাহ তার আগের বছরের গুনাহ এবং পরের বছরের গুনাহ মাফ করবেন।" *[মুসলিম]*

গুনাহ মাফ করা যায় যে কোনো স্থানে, ব্যক্তি যেখানেই থাকুক না কেন: আরাফাহ বা কাবায় উপস্থিত হওয়া অপরিহার্য নয়- কিন্তু অনেক উপকার, দোয়া এবং হৃদয়গ্রাহী অনুভূতি যা এই প্রতীক, স্থান এবং হজ্বের আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পাওয়া যায় (যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না) তা আন্তরিকতার সাথে ক্ষমা চাওয়ার জন্য একটি ভাল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

এগুলি সেই স্থান যেখানে নবীদের উপর আল্লাহর আশীর্বাদ ও করুণা অবতীর্ণ হয়েছে, যেখানে নবীদেরকে আল্লাহর হেদায়েতের আলো বর্ষণ করা হয়েছে, যেখানে আল্লাহ ও তাঁর নবীদের নিদর্শন সর্বত্র পাওয়া যায়, যেখানে অতীতে আল্লাহর ভক্তরা তাঁর সাথে কথোপকথন করেছেন, এবং যেখানে সমস্ত তীর্থযাত্রীরা একত্রিত হয়, প্রার্থনা করে, কাঁদে এবং ক্ষমার জন্য একসাথে দোয়া করে। এসব স্থানের পরিবেশ অবশ্যই তীর্থযাত্রীদের হৃদয়ের গভীর থেকে দোয়া করতে সাহায্য করে যার ফলে প্রার্থনা কবুল হয়।

কিন্তু ক্ষমা কিছু শর্তের সাথে আবদ্ধ এবং কর্মের ভিতরের এবং বাহিরের কিছু বাধা অপসারণের উপর নির্ভর করে। যদি বান্দা নিশ্চিত হতে পারে যে সে প্রতিটি শর্ত পূরণ করেছে এবং প্রতিটি বাঁধা দূর করেছে, তবে অবশ্যই এই ধরনের কাজে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

কিন্তু এমন একটি কাজ সম্পর্কে কী হবে যা [নিজেই] সম্পূর্ণরূপে বা বেশিরভাগ অবহেলার সাথে করা হয়েছে (আন্তরিকতা যেখানে এর মূল এবং আত্মা) এবং তার প্রয়োজনীয়তা বা মূল্যকে সম্মান না করে সম্পাদন করা হয়? প্রকৃতপক্ষে, এমন অসংখ্য জিনিস রয়েছে যা এবাদাতকে নষ্ট করে।

যে কেউ প্রায়শ্চিত্তের আশা করতে পারে যদি এবাদাত করার সময় নিশ্চিত থাকে যে এর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ হয়েছে এবং তিনি নিজেও রিয়া, দম্ভ বা প্রতিদানে [মানুষের কাছ থেকে] কিছু আশা করার অনুভূতি দিয়ে এবাদতটি করেননি।

সুত্রঃ "Worship In Islam " Sulaiman Nadwi / "The Invocation of God" Ibn Qayyim al-Jawziyya / ভাবানুবাদঃ মাসুদ আলী

কাবা একটি প্রতীক- পথনির্দেশনা!

একটি বিশাল উঠান এবং তার মাঝখানে একটি ঘর। বেশি কিছু না! আপনি হঠাৎ কেঁপে উঠলেন! আশ্চর্য, বিস্ময়! একটি খালি ঘর আর এটাই সব কিছু। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের ভালবাসা, আমাদের আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা, আমাদের জীবন এবং আমাদের মৃত্যুর কিবলা কি শুধু এটিই? অন্ধকার, রুক্ষ পাথরের স্তূপ একে অপরের উপর রাখা, ফাঁকা জায়গাগুলি অসম এবং অনভিজ্ঞভাবে চূণে ভরা, আর কিছুই নয়!

হঠাৎ আপনার মধ্যে একটি সন্দেহ ভাব আসলো। এটা কোথায়? আমি কোথায় এসেছি? আমি একটি প্রাসাদ বা একটি শৈল্পিক স্থাপত্য বা একটি উপসনালয়ের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারি। আমি উচ্চ, মার্জিত, শৈল্পিক ছাদের নীচে একটি পবিত্র মহিমা এবং আধ্যাত্মিক নীরবতা বুঝতে পারি। আমি সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে কোন মহান ব্যক্তি,বীর প্রতিভা, নবী কিংবা নেতা সমাধিস্থল।

কিন্তু এটি কোন স্থাপত্য, কোন শিল্প, কোন সৌন্দর্য, কোন শিলালিপি, কোন টালি, কোন প্লাস্টার-ছাঁচ, এমনকি কোন নবীর সমাধিস্থল? কোন ইমাম বা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির কবর নেই আমি যাকে স্মরণ করতে পারি। দেখতে আসা যাতে এক পবিত্র আমি একটি বিন্দু, একটি রূপ, একটি বাস্তবতা, একটি বস্তু অনুভব করতে পারি। এখানে কিছুই নেই। এখানে কেউ নেই।

হঠাৎ আপনি অনুভব করলেন এখানে কেউ নেই এটাই হয়তো ভালো! হঠাৎ আপনি অনুভব করলেন কাবা একটি ছাদ, একটি ছাদ যেখান থেকে উপরে উঠতে হয়। কাবাকে পিছনে ফেলে মহাকাশে ডানা খুলতে হয়। আর তখনেই আপনি অনুভব করলেন এক অপূর্ব পূর্ণতা! অনুভব করলেন অনন্তকাল- যা আপনি আপনার বিচ্ছিন্ন জীবনে কখনও অনুভব করেননি, যা আপনি আপনার আপেক্ষিকতার জগতে খুঁজে পাচ্ছেন না, যা আপনি অনুভব করতে পারবেন না। এখনে আপনি কেবল দার্শনিক দৃষ্টিতে বিচার করতে পারেন, শুধু দেখতে পারেন: পরমতা, অনন্তকাল!

কত ভালো যে এখানে কেউ নেই। কতই না ভালো যে কাবা ঘর খালি। আপনি ধীরে ধীরে বুঝতে পারেন আপনি কোন মাজার দেখতে আসেননি। আপনি হজ্ব করেছেন। এটি আপনার চূড়ান্ত গন্তব্য নয়।

কাবা একটি প্রতীক মাত্র, এটি কেবল পথনির্দেশ। এটা শুধুমাত্র দিক দেখায় যেন আপনি এই বস্তু-জীবনে হারিয়ে না যান।

আপনি হজ্ব করেছেন। আপনি সংকল্প করেছেন, পরম সত্যের উপর সংকল্প করেছেন, অনন্তকালের দিকে, অনন্ত গতির দিকে যাচ্ছেন।

সুত্রঃ "Hajj: Reflection on its Rituals" - Ali Shariati / ভাবানুবাদঃ মাসুদ আলী

ই-বুলেটিন / রবিবার, এপ্রিল ১১, ২০২৩

আপনি পড়তে ভালোবাসেন,

কিন্তু জীবনের ব্যস্ততার কারনে আপনার পড়ার সময় নাই।

এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে আমাদের এই ই-মেইল সিরিজ

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’।

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ ই-মেইলের উদ্দেশ্যঃ

- **বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী লেখকের সাথে পরিচয় করানো।**
- **ব্যস্ততাকে সামনে রেখে বিভিন্ন পুস্তক ও প্রবন্ধ থেকে চুম্বক কিছু অংশ সদস্যদের কাছে নিয়মিত পাঠানো যা পড়তে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না।**
- **এর মাধ্যমে, ইনশাল্লাহ, আপনি পরিচিত হবেন নতুন লেখক, তাদের বই ও লেখার সুত্রগুলোর সাথে।**

‘পাঁচ মিনিটের পড়া’ এই ইমেইলগুলো আশাকরি সকলের ভাল লাগবে।

আমাদের সাথে থাকুন!

ইমেইলগুলো ভাল লাগলে আপনার পরিচিতদের কাছে পাঠান এবং "পাঁচ মিনিটের পড়া" ই-মেইল গ্রুপে 'সাইন-আপ' করতে উৎসাহিত করুন।

'সাইন-আপ' ফরমের লিংকঃ

https://conta.cc/3L8sV0k

Probash-e-Publication / Sundorjibon.net
সার্বিক সম্পাদনায়- মাসুদ আলী